আরামবাগ ব্লকে শেষ কথা বলবে মাদার দলের নির্দেশ অমান্যকারীদের চরমশাস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আজ টিভির দিকে তাকিয়ে থাকবেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। কারণ আজই হয়তো জানা যেতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জল কতদূর গড়াবে। এরপরেই জোরকদমে লড়াই-এ নেমে পড়বেন শাসক ও বিরোধী দলের নেতা, কর্মী ও প্রার্থীরা। তবে ঘটনা যাইহোক, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা জুড়ে টিকিট বন্টন নিয়ে শাসক দলের মধ্যে যে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল, তাতে আবার দ্বন্দ্বের আগুনে যে ঘৃতাহুতি পড়বে সেই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খানাকুল, পুরশুড়া ও গোঘাট নিয়ে এই ব্যাপারে সেরকম কোনো মাথাব্যথা না থাকলেও আরামবাগ ব্লক নিয়ে শাসকদল যে জেরবার হবে, তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সূত্রে জানা গেছে, মাদার বা যুব নয়, আরামবাগের বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও ব্লক সভাপতি স্বপন নন্দী এই দুজনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন রাজ্য নেতৃত্ব। যুব'র বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার সঙ্গেও নাকি কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়েছে তৃণমূলের জেলার দায়িত্বে থাকা নেতা-নেত্রীদের। আলোচনায় উঠে এসেছে আরামবাগ মহকুমার একাধিক যুব নেতার নাম। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে তাদের নিয়ে আসা হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে।

শাসকদলের গুড বুকে থাকা সেই যুব নেতাদের মধ্যে রয়েছেন আরামবাগের দাপুটে যুব নেতা আব্দুল আজিজ খান ওরফে লাল্টু, পুরশুড়ার প্রভাবশালী যুবনেতা খোকন মল্লিক, খানাকুলের অন্যতম যুব নেতা নজিবুল করিম প্রমুখ। শোনা যাচ্ছে, তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এঁদের নাম নিয়ে আলোচনা করছেন। মনোনয়ন পর্বের একেবারে শেষ দিনে আরামবাগ বিডিও অফিস চত্বরে ঘটে যাওয়া মাদার ও যুব'র দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসায় সমালোচনার মুখে পড়েছিল আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু এরপরেই বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে একসাথে ময়দানে নেমে পড়েন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও ব্লক সভাপতি স্বপন নন্দী। একাধিকবার বৈঠকে বসেন তাঁরা। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, সমাধানের একটি রাস্তা তাঁরা ইতিমধ্যেই ছকে রেখেছেন। এখানে মনে করা হচ্ছে, যুব'র ২-৩ জন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী নেতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ পদে নিয়ে আসা হবে। সেক্ষেত্রে পূর্বের দ্বন্দ্বহীন আরামবাগ ব্লকের শাসকদলের চরিত্র পুনরায় ফিরে আসবে। মাদার ও যুব'র এই দ্বন্দ্বকে হাতিয়ার করে যে সমস্ত মাদার ও যুব'র নেতাকর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের মান-সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বা এখনও চাইছেন, ভোটের পরেই তাঁদের বিরুদ্ধেও নাকি কঠিনতম ব্যবস্থা নিতে চলেছে দল। তবে ঘটনা যেদিকেই গড়াক না কেন, আরামবাগ মহকুমা যে বিরোধীশূন্য হবেই এই নিয়ে একমত রাজনৈতিক মহল।

শিকারে মাতলেন আদিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুর ও জয়পুরের জঙ্গলে শিকার উৎসবে মাতলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদিন দুই এলাকার জঙ্গলে প্রায় হাজার দশেক মানুষ গোটা শালজঙ্গল চষে বেড়ান। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি এলাকা থেকেও বাসিন্দারা শিকার উৎসবে সামিল হন। তবে কয়েকটি বুনোশুয়োর ছাড়া বিশেষ আর কোনও পশুর খোঁজ না পাওয়ায় তাঁদের অধিকাংশকেই খালি হাতে জঙ্গল থেকে ফিরতে হয়েছে। তবে তাঁদের কাছে শিকার বড় নয়। শিকারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করাই তাঁদের মুখ্য বিষয়। শিকার না পেলেও তাঁরা নিয়মের মামতি রাখেন না। জঙ্গলদেবীর পুজো করে শিকারে নামেন। আবার শিকার শেষে আচার বিচারের মাধ্যমে দেবীকে তুষ্ট করে পুজো করেই তাঁরা বাড়ি ফেরেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু বিষ্ণুপুর বা জয়পুরেই নয় বৈশাখ মাসের কয়েকটি বিশেষ দিনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন জঙ্গলে। তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জঙ্গলে সেই সব এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে বাসিন্দারা আসেন শিকার করতে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিকার উৎসবটি হয় পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা শিকার উৎসবে সামিল হন। ওইদিন কয়েক হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাসিন্দা তীর, ধনুক, বল্লম, টাঙি সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির হন। তবে তার আগে তিন জেলায় বিশেষ কয়েকটি দিনে স্থানীয় জঙ্গলে শিকার উৎসব চলে। বুধপুরিয়া বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও জয়পুরের জঙ্গলে শিকার উৎসবে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। দুদিন ধরে চলে এই উৎসব। জঙ্গলমহলে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। জঙ্গলে শিকার করে তাঁদের আর জীবন-জীবিকা অর্জন করতে হয় না। তবে প্রতিবছরই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা উৎসবের মাধ্যমে তাঁদের পুরানো শিকারের অভ্যাস ঝালিয়ে নেন। তাঁরা দল বেঁধে জঙ্গলে শিকার করতে যান। বনদপ্তরও

বিশেষ বিশেষ দিনে তাঁদের জঙ্গলে প্রবেশের অলিখিত ছাড় দিয়ে থাকে। শিকারের আগে আদিবাসীরা বনদেবীর পুজো করেন। যদিও আজকাল পুজোর রীতি অনেক বদলে গিয়েছে। আগেকার মতো আর জঙ্গলে পুজো হয় না বিশেষ আর কোনও পশুর খোঁজ না পাওয়ায় তাঁদের অধিকাংশকেই খালি হাতে জঙ্গল থেকে ফিরতে হয়েছে। তবে তাঁদের কাছে শিকার বড় নয়। শিকারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করাই তাঁদের মুখ্য বিষয়। শিকার না পেলেও তাঁরা নিয়মের মামতি রাখেন না। জঙ্গলদেবীর পুজো করে শিকারে নামেন। আবার শিকার শেষে আচার বিচারের মাধ্যমে দেবীকে তুষ্ট করে পুজো করেই তাঁরা বাড়ি ফেরেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু বিষ্ণুপুর বা জয়পুরেই নয় বৈশাখ মাসের কয়েকটি বিশেষ দিনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন জঙ্গলে। তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জঙ্গলে সেই সব এলাকা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে বাসিন্দারা আসেন শিকার করতে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিকার উৎসবটি হয় পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা শিকার উৎসবে সামিল হন। ওইদিন কয়েক হাজার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাসিন্দা তীর, ধনুক, বল্লম, টাঙি সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির হন। তবে তার আগে তিন জেলায় বিশেষ কয়েকটি দিনে স্থানীয় জঙ্গলে শিকার উৎসব চলে। বুধপুরিয়া বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও জয়পুরের জঙ্গলে শিকার উৎসবে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। দুদিন ধরে চলে এই উৎসব। জঙ্গলমহলে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। জঙ্গলে শিকার করে তাঁদের আর জীবন-জীবিকা অর্জন করতে হয় না। তবে প্রতিবছরই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা উৎসবের মাধ্যমে তাঁদের পুরানো শিকারের অভ্যাস ঝালিয়ে নেন। তাঁরা দল বেঁধে জঙ্গলে শিকার করতে যান। বনদপ্তরও বন্যপশুর মাংস সবাই মিলে ভাগ করে নেন। তবে শিকারটি যার নজরেপ্রথম আসে তাঁকে ওই পশুর একটি ঠ্যাং দেওয়া হয়। এটাই রীতি। শিকার উৎসবকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের গ্রামগুলিও থাকে উৎসবের মেজাজে। শিকারের দিনগুলোতে গ্রামের মাঝের আদিবাসী মেয়েরা অপেক্ষায় থাকেন কখন শিকার সেরে ফিরবেন গ্রামের পুরুষেরা। সন্ধ্যে নাগাদ তাঁরা ধামসা, মাদল বাজিয়ে গ্রামে ফিরলে মেয়েরা তাঁদের পা ধুইয়ে তেল মাখিয়ে বরণ করে ঘরে তোলেন। শিকার করে আনা বন্যপশুর মাংসের ভাগ বসান গ্রামের সবাই। ওইদিন গ্রামের সকলে মিলে একসঙ্গে রান্না চড়ান। তারপরে সারারাত ধরে চলে নাচগান আর খাওয়া-দাওয়া। এভাবেই আজও প্রাচীন প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছেন জঙ্গলমহলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা।

দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মৃত্যু, স্ত্রী ও দুই কন্যার অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে পাড়া থানার ঝাপড়া এলাকায়। মৃতের নাম ভুবনেশ্বর চৌধুরি (৩৭)। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়া মফস্বল থানার ছড়রা গ্রামে। এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একটি বাইকে পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া এলাকার আত্মীয়বাড়ি থেকে বাইকে ভুবনেশ্বরবাবু নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যা। রাস্তায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বিপরীতমুখী টাটা এসই (ছোট হাতি) একটি পিক আপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভুবনেশ্বরবাবুর। তার ঠিক পিছনেই বসে থাকা প্রায় ৭ বছরের কন্যার ডান পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাঁকে প্রথমে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঝাড়খণ্ডের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত পা বিচ্ছিন্ন্না নাবালিকা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বাইকের তেলট্যাঙ্কের উপর বসে থাকা বছর তিনেকের আরেক কন্যাও আহত হয়েছে। বর্তমানে সে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনার পর ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। মৃত ও আহতদের আত্মীয়কে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং ওই রাস্তায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে স্থানীয়রা কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করেন।

খবর পেয়ে পাড়া থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ঘাতক গাড়িটিকে স্থানীয়রা ধরে ফেললেও তার চালক পলাতক।

তোরণ উদ্বোধনকে ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ নির্বাচন বিধি থাকাকালীন বুধবার বাঁকুড়া শহরের প্রাণ কেন্দ্র মাচানতলায় বঙ্গ বিদ্যালয়ের মূল প্রবেশ পথে স্থানীয় বিধায়কের একটি তোরণ উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক গড়ে উঠেছে। বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের এই তোরণটি বাঁকুড়া কেন্দ্রের বিধায়ক শম্পা দরিপাল এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে। বুধবার শম্পাদেবী তা উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। শহরবাসীর একাংশ ও বিরোধীদের বক্তব্য, বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অনেকেই গ্রামীণ এলাকায় যুক্ত, তাই এই ঘটনার প্রভাব সেখানে পড়তে পারে। নির্বাচনের সময় এই উদ্বোধন এবং তাকে ঘিরে অনুষ্ঠান করা কাম্য নয়। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, শম্পাদেবী গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সমর্থনে কংগ্রেসের টিকিটে তৃণমূল প্রার্থী মিনতি মিশ্রকে হারিয়ে জয়ী হন। তারপর ফিরে আসেন তৃণমূলেই। বিরোধী দলগুলির এসইউসিআই-এর ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতি সাবিরউদ্দিন ভুঁইয়া জানান, নির্বাচন বিধি চলাকালীন এইরকম বিষয় হওয়া ঠিক নয়। গণতন্ত্রকে যাঁরা মেনে চলেন তাঁরা এটা করতে পারেন না।

সিপিএম বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তী জানান, যাঁরা কোনো নিয়ম মানেন না তাঁদের কাছে এসব আশা করা ভুল। বিজেপি জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র জানান, পৌর এলাকার বিধি কতটা কার্যকর সেই নিয়ম তাঁর জানা নেই, কিন্তু এটা হওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। এটা কাম্য নয়।

বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ গত সোমবার বিষ্ণুপুরের অযোধ্যায় বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা গ্রামে মৌন মিছিল করে। বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় অযোধ্যা হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র অনেশ রায়ের মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয়। ওইদিন সরকারি সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল নিয়ে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় ওই ছাত্রের মৃত্যু হয়। সহপাঠীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকার্ত ছাত্রছাত্রীরা পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একাধিক প্লাকার্ড নিয়ে এদিন মৌন মিছিল করে অযোধ্যা গ্রাম পরিক্রমা করে। অযোধ্যা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তরুণ প্রতিহার বলেন, এলাকায় বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় একাধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা হয়। তাই আমাদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিলে ভাল হয়। এছাড়াও যান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

জটিল রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা
ডাঃ প্রকাশ মল্লিক, এম.ডি(হোমিও)
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭, আন্তর্জাতিক সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। কারণ, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাইড এফেক্ট নেই এবং রোগ মূল থেকে সারায়। অতীতে পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। বর্তমানে হোমিও চিকিৎসা জগৎ-এর অধিকন্তু ডাঃ প্রকাশ মল্লিক। তিনি বহু জটিল রোগ সারিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন। ক্যান্সার, হাঁপানি, চর্মরোগ, হৃদরোগ, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ সহ অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। ডাঃ প্রকাশ মল্লিককে ঘিরে একটা শ্লোগানের জন্ম হয়েছে, ''যে রোগ সারে না কোনও প্যাথিতে, তাঁর জন্য প্রকাশ মল্লিক আছে।'' তিনি চিকিৎসার মধ্যে তাঁর কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠা করে সারা বিশ্বে হোমিওপ্যাথির আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আজ এই প্রতিষ্ঠানের ১০টি দেশে শাখা আছে। আজকে স্বাস্থ্যহীনতার যুগে মানুষের পাশে সহমর্মি হয়ে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ প্রকাশ মল্লিক সহ কয়েক হাজার চিকিৎসক।
তাঁর সুযোগ্য পুত্র পার্থসারথি মল্লিক জার্নাল অব হোমিওপ্যাথির সম্পাদনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং হোমিওপ্যাথির পাঠ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপেক্ষিত সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পৌঁছে দেওয়া এদের সাধনা। রোগী, চিকিৎসক এবং হোমিও প্রেমিকরাও সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। ''আমি বিপুল বিবনে/ভুবন করি যে আলো'' এই এদের মন্ত্র। ডাঃ মল্লিক সুচিকিৎসার জন্য দেশবিদেশে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ক্যান্সার, হাঁপানি, চর্মরোগ, যৌন রোগ, হৃদরোগ, সাদাস্রাব, বাত ব্যাথা, সোরাসিস, থাইরয়েড, অর্শ, বন্ধ্যাত্ব সারিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন।
মল্লিক হোমিও হল
৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা - ৯
শাখা ঃ ৮৮/১, দমদম রোড, দমদম কুইন (দোতলায়), কলকাতা - ৩০
ফোন ঃ ৯৮৩০০২৩৪৮৭/৯৮৩০৫০২৫৪৩
পূর্বে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ

নবদ্বীপ ধাম থেকে পূর্বস্থলী রেলস্টেশন, অবাধে গাছের নিধন যজ্ঞ , ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণমানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনের উপর নামিদামি বহুগাছ অবাধে কেটে ফেলা হচ্ছে। সেই সাথে ব্যাগুল-কাটোয়া রেলশাখায় ভাগুরি ও পূর্বস্থলী রেল স্টেশনেও অবাধে চলছে গাছ কেটে ফেলার পালা। অবাধে গাছ নিধন করার বিরুদ্ধে যাত্রীসাধারণ থেকে ব্যবসায়ী এবং ওই সকল রেলস্টেশনের পুলিশ কর্মচারীদের একাংশের মধ্যে উঠেছে চরম বিতর্ক। নামিদামি গাছগুলোর ডালপালা কাটার কথা থাকলেও যেভাবে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তাতে পরিবেশের ভারসাম্যের বিরুদ্ধে আচরণ বলেই মনে করছেন যাত্রীসাধারণ।

এছাড়াও প্রশ্ন উঠেছে, এই বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে টেণ্ডারহীন ভাবেই। বড় বড় গাছ বিক্রি করা হয়নি অথচ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কোনও এক ঠিকাদার গাছগুলো কেটে ফেলার কাজ শেষ হয়েছে। এই রেলস্টেশনগুলির নামিদামি গাছ কেটে ফেলার ফলে স্টেশনের সৌন্দর্যের যেমন ব্যাঘাত ঘটছে তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ যাত্রীসাধারণের। ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনেও বহু গাছ এমনভাবে কেটে ফেলা হয়েছে যার ফলে গাছগুলো মরে গেছে। অথচ ফরেস্ট বিভাগ থেকে আদৌ এই সমস্ত গাছগুলো কাটার অনুমোদন নেওয়া হয়েছে কিনা জানাতে পারলেন না রেল কর্তৃ পক্ষের নবদ্বীপের আধিকারিকরা। যদিও নবদ্বীপের আর পিএফ ও জিআর পি-র আধিকারিকরা গাছ কাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই রয়েছে অনেক প্রশ্ন? নবদ্বীপের আরপিএফের প্রতাপচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, ডিআরএম-এর সর্কুলার অনুযায়ী রেল স্টেশনের গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে।

প্রশ্ন করা হয়েছিল গাছগুলো কেটে ফেলার না কিছু কিছু ডালপালা কেটে ফেলার অনুমোদন ছিল তার সঠিক উত্তর মেলেনি কোনও পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে। অথচ কয়েকটি রেলস্টেশনের নামিদামি কয়েক লক্ষ টাকার গাছ বিনা টেণ্ডারে বিক্রি না করেই শুধুমাত্র শ্রমিকদের মজুরি বাবদ গাছগুলো কেটে দেওয়ার কাজ চলছে। লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে রেল কোম্পানির। বিনা টেণ্ডারে গাছ কেটে ফেলার কারণ কি থাকতে পারে বা এর মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগের কথাও অনেকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আরও জানা গিয়েছে, এই

গাছগুলো কেটে ফেলার বিরুদ্ধে অনেকেই আড়ালে-আবডালে সরব হয়েছেন। এই নামিদামি লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ কেটে ফেলার পিছনে কোনও অনৈতিক কাজ জড়িয়ে নেই তো তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন।

রেলের হাওড়া ডিভিশনের এডিআরএমের অফিসে যোগাযোগ করলে জানা গিয়েছে, খুব দ্রুত একটি লিখিত আকারে অভিযোগপত্র জমা দিতে। তাহলেই ডিআরএম অফিস থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানানো হয়েছে। আরো জানানো হয়েছে, রেলস্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার এই বিষয়টি আমাদেরকে কোনও ভাবেই জানাননি, তবে আমরা বিষয়টি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি। অবাধে কাজ নিধনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পরিবেশ প্রেমিকরাও। একদিকে বিনা টেণ্ডারে নামিদামি গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, অন্যদিকে গাছ কাটা নিয়ে আধিকারিকদের মধ্যেই রয়েছে একাধিক প্রশ্ন নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। আদৌ কি গাছ কেটে ফেলার অনুমোদন আছে? না গাছের ডালপালা কাটার অনুমোদন আছে?

এত সব গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে বিনা টেণ্ডারে কেন? লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব ক্ষতি নয় কি রেল কোম্পানির? আদৌ কি এসবের প্রশ্নের সমাধান আছে? পূর্বস্থলী ও ভাগুরি রেল স্টেশনে দেখা গেল অবাধে গাছ নিধন চলছে বা কেটে ফেলা হয়েছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেলের কর্মচারী ও পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ